গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালক এর কার্যালয়
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল
কুর্মিটোলা, ঢাকা।
kurmitola500bed@hospi.dghs.gov.bd

কুঃজেঃহাঃ/প্রশাসন/২০১৭/ ৯৮৬ তারিখ- ০৬/০৫/২০১৭ইং

অফিস আদেশ

এতদ্বারা কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সকল চিকিৎসক কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হাসপাতালের সেবার মান বৃদ্ধি ও প্রচার প্রচারণার কারনে দিন দিন রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় সেবার মান সমুন্নত রাখতে নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলি পালন করতে সকলের সঠিক সহযোগীতা কাম্য।

১. সকল কনসালট্যান্ট, সহকারী অধ্যাপক, আরপি, আরএস ও মেডিকেল অফিসার প্রত্যেকেই নিজ নিজ রেজিষ্ট্রার বহিতে রোগীর নাম, বয়স ও ডায়াগনোসিস লিপিবদ্ধ করবেন।
২. সকলেই এ্যাপ্রোন ও নেমপ্লেট পরিধান করবেন।
৩. অবশ্যই ০৮.৩০ঘটিকার মধ্যেই রোগী দেখা শুরু করবেন ।
৪. স্বাক্ষরের পর নিজ নিজ নামের সীল ব্যবহার করবেন।
৫. হাসপাতালে সরবরাহকৃত ঔষধ ও ডিসপোজেবল সমূহ যে যে Generic বা Trade নামে ষ্টোরে মজুদ আছে সেই নামে অবশ্যই ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন। এতে রোগী ও ফার্মাসিষ্টদের বিভ্রান্তি দুর হবে এবং রোগীরা উপকৃত হবে।
৬. হাইকোর্টের রুল অনুযায়ী সকলেই স্পষ্ট করে প্রেসক্রিপশন প্রদান করবেন ।
৭. ওয়ার্ডে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ১০.৩০ঘটিকার মধ্যে ওয়ার্ডের সর্বশেষ অবস্থা পরিচালকের নিকট এসএমএস এর মাধ্যমে জানাবেন।
৮. হাসপাতালের কেবিন সমূহে নিজ নিজ বিভাগের চিকিৎসকগণ উক্ত কেবিনে ভর্তিকৃত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন।
৯. থ্যালাসেমিয়া এবং অন্য যেকোন প্রয়োজনে রোগীর ব্লাড ট্রান্সফিউশন এর প্রয়োজন হলে ৬ষ্ঠ তলায় মেডিসিন ওয়ার্ডে অবস্থিত 'ডে কেয়ার' সেন্টারে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. হঠাৎ অসুস্থতা জনিত অথবা যে কোন জরুরী প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী পরিচালক অথবা পরিচালককে অবহিত করে ছুটি নিলে পরবর্তী দিন অফিসে হাজির হয়ে নৈমত্তিক ছুটির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
১১. ইনডোরে কর্মরত সকল চিকিৎসক ওয়ার্ডের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার উদ্দ্যোগ নিবে।
১২. দায়িত্ব প্রাপ্ত কনসালট্যান্টগণ সান্ধকালীন রাউন্ড দিবেন।
১৩. যে সকল ঔষধ সরবরাহ নাই তাহা নাজিয়া ফার্মেসী থেকে ক্রয় করলে ওয়ার্ডে অবশ্যই নাজিয়া ফার্মেসীর রশিদ সংরক্ষন ব্যবস্থা নিবেন (ইহাতে রোগীর নিকট থেকে নাজিয়া ফার্মেসী বেশি টাকা নিতে পারবে না)
১৪. ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকগন অবশ্যই অবশ্যই ওয়ার্ডে তার অধীনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর ডিউটি সুপারভাইজ করবেন।
১৫. অতীব প্রয়োজন না হলে যেসকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্র হাসপাতালে হয় না তাহা বেলা ২.৩০ মিনিট পরে এ্যাডভাইজ না করার জন্য বলা হলো।
১৬. আউটডোর ডাক্তারগন অবশ্যই মাঝে- মাঝে টেবিল চেয়ার থেকে উঠে এসে অপেক্ষামান রোগীদের সাথে কথা বলে যাবেন। লাইনের ডিসিপ্লিনের দিকে নজর দিবেন।
১৭. আউটডোরের পিক আওয়ার অর্থাৎ ০৯.৩০-১১.০০ভিতর চা-পানের বিরতি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়।
১৮. শনিবারে যেহেতু রোগী সবচেয়ে বেশি হয় তাই শুক্রবারের সাথে (বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া) শনিবার সিএল না নেওয়াই কাম্য।
১৯. ওয়ার্ডে যে কোন ক্লিনিক্যাল আলোচনা হলে অবশ্যই রেজিষ্ট্রারে বিষয় ও উপস্থিতি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
২০. ওয়ার্ডে মেডিকেল অফিসার /ইনচার্জ গন অবশ্যই মাঝে মাঝে ঔষধ/মেডিকেল সরঞ্জামাদি স্টক চেকিং করবেন।
২১. মেডিকেল অফিসার গণ অবশ্যই ওয়ার্ডে ঔষধপত্রাদি ডিমান্ড করার সময় যৌক্তিক ডিমান্ডে স্বাক্ষর করবেন।
২২. পুলিশ কেস ইমার্জেন্সী থেকে চিকিৎসা নিলে ইএমও সনদপত্র প্রদান করবেন।
২৩. ইমার্জেন্সী থেকে চিকিৎসা নেয়ার পর ইনডোরে ভর্তি হলে ওয়ার্ডের সিএ/ দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক সম্মিলিতভাবে সনদ প্রদান করবেন।
২৪. প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে পুলিশ কেস রেজিষ্ট্রার সংরক্ষন করবেন।
২৫. বিভাগীয় প্রধান, ইউনিট প্রধানগন অবশ্যই তাদের অধ:স্তনদের সময় মতো হাজিরা নিশ্চিত করবেন।
২৬. সরকারী সকল আইটেম চলতি অর্থ বছরে প্রায় শেষ। তাই সকলকে কৃচ্ছতার সাথে সকল আইটেম ব্যায় করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
২৭. এখন পর্যন্ত যে সকল চিকিৎসক বিএমডিসি রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন করেন নাই' তাহা আগামী ০৭ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করে অফিসে জমা দিবেন।
২৮. অন্ত:বিভাগে ভর্তি রোগীর ক্ষেত্রে কোন ল্যাবটেষ্ট জরুরী প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নামের সিলসহ প্রেরণ করবেন।
২৯. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তার ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন।
৩০. রোস্টার হওয়ার পর পরই নির্ধারিত ডে অফ হাজিরা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। কোনভাবেই নিজস্ব ইচ্ছামতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যাতীত ডে অফ নেয়া যাবে না।
৩১. নির্ধারিত রোস্টার অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকগন ইভিনিং রাউন্ড নিশ্চিত করবেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোন্দকার শহিদুল গনি
পরিচালক
কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল,কুর্মিটোলা,ঢাকা।
ফোন নং-৫৫০৬২২০৯/ ফ্যাক্স নং-৫৫০৬২২০২